হৃদয়ের ভেতর বাড়ীতে আগুন

আইভী রহমান

ক্যানবেরা/অষ্ট্রেলিয়া (২৯.০৭.২০০৫)

প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সীডনির ওয়েবপাতা গুলো পড়তে গিয়ে চোখ আটকালো bangla-sydney.com এ আনিসুর রহমানের খোলা চিঠির পাতায়। যে আক্রমনের প্রতিবাদে তিনি কলম ধরেছেন সে অন্যায়ের কথা ভাবতেই মনের পাতার সবুজ রং হঠাৎই কেমন মলিন বির্বণ ধূসর হয়ে গেল। সেই থেকে মনটা চুপচাপ হয়ে গেছে। কলম হাতে নিয়ে বসে থেকেও কাগজের বুকে একটা দাগও আঁকতে পারিনি।

দিন গড়িয়ে যায়... আবারও গড়ায়, চোখে পড়ে আরো কিছু লেখা, আরও কিছু কথা; পড়ে পড়ে, বুঝে বুঝে দেখতে থাকি। চোখের সামনে ঝলমল করে উঠে অনেকগুলো চরিত্র, অনেকগুলো নাম, অনেকগুলো পরিচিতি, পরিচয়। যারা আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে, আমাদের সাংস্কৃতিতে জ্বলজ্বলে আলোকবিন্দু। বহুবার বহুজন বহুভাবে কখনো এদের গুনকীর্তন করেছেন, আবার কখনো বিপরীত কথা বলেছেন তীব্র ভাবে! নোংরা খেলায় মত্ত হতে আমরা আজও এত ভালবাসি কেন, কে জানে?

বাংলাদেশ দূতাবাস নিয়ে বহুবার লিখেছি। নতুন কিছু বলার নেই। তবে এবারের মান্যবর হাইকমিশনার সাহেবের অতি আন্তরিক সুন্দর সদিচ্ছার জন্য তাঁকে অন্তরের সবচাইতে সুন্দর ধন্যবাদটুকু অবশ্যই দেয়া উচিৎ - তাঁকে ধন্যবাদ।

যদিও কোন বাংলাদেশী সংগঠনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নই আমি এবং সব সংগঠনের অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়ে উঠেনা আমার শারিরীক ভাবে। কিন্তু আমার মন সদাসর্বদা রয়েছে ঐসব সংগঠনগুলোর সাথে, সর্বক্ষন। যারা বাংলায় কথা বলে, বাংলার জন্য স্বপ্ন দ্যাখে, বাংলাকে গড়ার জন্য যাদের দিনরাত অতিবাহিত হয় - তা সে যত ছোট প্রচেষ্টাই হোক না কেন। সারাক্ষন মনপ্রাণ দিয়ে তাদের স্বাগতম জানাই, তাদের অভিনন্দন জানাই, তাদের আরো সাহসী পদক্ষেপের শক্তির জন্য প্রার্থনা করি, কারণ তারা বাংলাকে ভালবাসে। বাংলাকে গড়ার স্বপ্ন তাদের মিথ্যের মেকী প্রলেপ দিয়ে ঢাকা নয়। এ স্বপ্ন সত্যি এবং খাঁটি।

এরই মাঝে কতশত চরিত্র খেলা করে। মনের আয়নায় কত মুখ ঝলসে উঠে, কত চরিত্র কত রূপে দেখা দেয় তার হিসেব মিলতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মুখটা বিস্বাদে তেতো হয়ে আসে, হাতের সমস্ত আঙ্গুঁল গুলো অবশ হয়ে যায়, মনটা অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে। কারো প্রতি সম্মান দেখানো যেন এখন আমাদের শিক্ষা ও রুচীর বহির্ভুত ব্যাপার হয়ে গেছে। এখন আমি বড়, আমিই সবচাইতে বড়, আমিই সবচেয়ে ভাল লেখক, কলামিষ্ট, অন্যেরা গরু-ছাগল - তার চাইতেও খারাপ, তারা 'ভীখারী'!

আমাদের কারো কাছে কি কারো চরিত্র এবং তার অন্তর্নিহিত গুনাবলীগুলো অজানা? মোটেও না। আমরা একই সাথে কাটাই আমাদের প্রতিদিনের প্রবাসী সূর্যাস্ত ও সূর্য্যদয়। আমরা জানি আমরা কিভাবে প্রবাসে দিনাতিপাত করি, কি চিন্তা করি, কি খাই। আমাদের ভেতরের ঐ বিষাক্ত হিংসার নাগীন কোনদিন কি ঘুমাবে? আমরা কি কেবলই অন্যের গায়ে কাদা মাখিয়েই আনন্দিত হওয়ার উল্লাসে মত্ত থাকতে

ভালবাসবো? আমরা কি কোনদিনও মনেপ্রাণে এক হতে পারবো না? আমাদের বাইরের ও ভেতরের পৃথিবী আজ নিঃস্ব, সর্বহারা এবং মৃতপ্রায়। আমাদের ঐক্য প্রয়োজন। প্রয়োজন ভীষন দৃঢ় মনোবল, সবাই সম্মিলিত ভাবে ভাল কিছু করার - দেশ জাতী এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য। আমরা লিপ্ত একে অপরকে দোষারোপ করে নিজেকে বাঁচাতে। নিজের স্থান এবং ভিত্তিটুকু মজবুত করতে। যা ইচ্ছা মতামত প্রদান করে চলেছি। একবারো ভাবছিনা এর পরিনাম, এর প্রভাব, এর মূল সূত্রের কথা। কেবলই নিজেকে নিয়েই মগ্ন সারাক্ষন। আমরা মুখোশ উৎপাটনের মহা উল্লাসে লিপ্ত না হয়ে, পরের প্রতিভাকে সমর্থন না করে, পরকে অসভ্য কুরুচীপূর্ণ ভাষায় আক্রমন না করে পারিনা কি প্রশংসার ডালি হাতে এগিয়ে যেতে? অন্তর থেকে। আমরা পারি না কি একে অপরের পাশে দাঁড়াতে?

একজন বাঙ্গালী ভাল কিছু করলে আমরা কেন আজও পারিনা অকৃত্রিম ভাবে প্রশংসা করতে? সবখানে অভিনয় ও ভন্ডামীর প্রলেপ আমাদের আর কতদিন চলবে? উদারতার নীল সরবরে ডুব দিয়ে আমরা শুদ্ধ হবো কবে? অন্যকে ছোট করে এত সুখ কেন আমাদের? তীব্র বিষবাক্য ছুঁড়ে দিয়ে বিকৃত আনন্দ লাভের জন্যই কি আমাদের শিক্ষা? নিজের ভেতরবাড়ীটা ভালকরে দেখার বা জানার সময় কি আমাদের কোনদিনও হবে? নিজেই বড় হতে গিয়ে কত ছোট হয়ে গেছি তা জানার সময় কি আমাদের কখনো হবে?

আমার আশার শেষ নেই। আমার স্বপ্নের অন্ত নেই। আমি স্বপ্ন দেখি - আমরা এক হবো। হতে হবে। আমাদের আমিত্বকে সংশোধন করে আমরা এগিয়ে যাবো সুন্দরের পানে। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে গ্রামবাংলার জন্য, বাংলা মায়ের জন্য, আমাদের সন্তানদের জন্য, আমাদের আগামীর জন্য, আমাদের স্থায়ীত্বের জন্য। আমাদের মাথা গর্বে উন্নত হয় যখন ডঃ ইউনুস নোবেল পুরুষ্কারের জন্য মনোনীত হন। আমরা আর একবার আকাশ ছুঁয়ে ফেলি।
সেই উচ্চতাকে আমাদের সংকীর্নতা দিয়ে কি ছোট হতে দিতে পারি?
কখনোই না... ... কোনদিন না... ...